যুগল করিয়া হাত বিদ্যা বলে প্রাণনাথ
পতিপদ তেজে কোন নারী।
শুন ইতিহাস কথা ধাতা কর্ত্তা হয় ভর্ত্তা
যুবতী উপরে দণ্ডধারী ॥[১]
ছাড়িয়া স্বামীর তরে বাস করে পিতৃঘরে
কোন সুখে কেমত যুবতী।
বনে গেলা রঘুনাথ সীতা গেলা তাঁর সাথ
বলরাম রচিলা ভারতী ॥[২]

[বিদ্যার বারমাসী[৩]]

বারমাসী ॥

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ কর অবধান।
বৎসরেক সুখ ভোগ কর বর্দ্ধমান ॥

১। উপযন্তহি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী।—(শকুন্তলা, ৫।২৫)।

২। রাম গেল বন সংহতি লক্ষ্মণ
সীতা না রহিল দেশে।
শ্রীবৎস নৃপতি বনে কৈল গতি
চিন্তা দেবী তার পাশে ॥
ভাই পঞ্চজন যবে গেল বন
দুর্গতি দুঃখ অপার।
সেবি দিবারাতি দ্রৌপদী সংহতি
সেই যে সম্পদ্ তার ॥—(কৃষ্ণরাম, ২৮খ)।

৩। বারমাসীর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে দিয়া সুন্দরের দেশের একটু নিন্দা করাইয়াছেন।

শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা ॥

ছিলে গুপতের বেশে।
বারমাস সুখ না ভুঞ্জিলে পরবাসে॥
বৈশাখে প্রচণ্ড রবি চন্দ্র সুশীতল।
জলযন্ত্রমন্দিরে বঞ্চিব কুতূহল॥
শুন শুন প্রাণনাথ।
বৎসরেক বর্দ্ধমানে বঞ্চি একু সাথ॥
জ্যৈষ্ঠে হইব রবি অতি সে প্রখর।
বঞ্চিব উদ্যান মাঝে সুখে নিরন্তর॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা ফুটিব অনেক।
নিকুঞ্জে মদনখেলা বঞ্চিব যতেক॥
আষাঢ়ে আসিব যত নব জলধর।
অসহ্য হইব বাও সবিতা প্রখর॥
সুখে অট্টালিকা ঘরে।
চৌদিগে নাচিব সখী দেখিব সহরে॥
শ্রাবণে আসিব মেঘ রজনী দিবসে।
অট্টালিকা ঘরে দুঁহে খেলাব হরিষে॥
ভাদ্র করিব সেবন।
সরোবরে কমল ফুটিব অনুক্ষণ॥
সুখ বঞ্চিব দুজনে।
শরতে সুন্দর শশী হইব আশ্বিনে[১]॥

গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর,
সে দেশের সুধাসম এদেশের নীর॥—(ভারতচন্দ্র, ১৪৮)।

বারমাসী বর্ণনা প্রসঙ্গেও ভারতচন্দ্র সুন্দরের দেশের তুলনায় বঙ্গদেশের প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন।

১। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বলরাম বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের উল্লেখ করেন নাই। তিনি রাসেরও উল্লেখ করেন নাই।

কার্ত্তিকে কালীর পূজা কুহুর রজনী।
লক্ষ ছাগ মেষ দিয়া পূজ্য কাত্যায়নী॥
হিমের জনম হব অগ্রহায়ণ মাসে।
দুঃখী সুখী নাহি লোক দেখিব হরিষে॥
পৌষে প্রবল শীত বঞ্চিব কৌতুকে।
রতিরসে দুইজনে বঞ্চিব মুখে মুখে॥
দুরন্ত বসন্ত মাঘে হইব জনম।
কৌতুকে বঞ্চিব নিশি তার উপশম॥
কুসুমিত হব বৃক্ষ মাধবী ত লতা।
ফাল্গুন মাসের সুখ সৃজিল দিধাতা॥
ফাল্গুনে ফাগের খেলা রজনী দিবসে।
নিকুঞ্জে বঞ্চিব দুঁহে খেলাব হরিষে॥
মধুমাসে মলয়বাতাসে পিকুগণ।
ভরিব কোকিলগণ মোর উপবন॥
প্রাণনাথ রাখ আর দাস।
সংক্ষেপে কহিল সুখ আছে বার মাস॥
অশেষ বিশেষে বিদ্যা বুঝায় পতিরে।
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী যায় ঘরে॥
কালীপদেত্যাদি।

আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
নদে শান্তিপুর হইতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥
... ...
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥—(ভারতচন্দ্র,১৫৪)।

বিদ্যা বলে নিশ্চয় যাইবে প্রাণনাথ।
না রহিবে বৎসরেক রহ মাস সাত ॥
সুন্দর বলেন বিদ্যা শুনহ বচন।
শুভক্ষণে যাত্রা কৈল যাত্যে নিকেতন ॥
নিশ্চয় জানিল বিদ্যা স্বামী যায় ঘরে।
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া কহিল বাপেরে ॥

[সুন্দরের দেশে যাত্রা]

শুনিঞা ত বীরসিংহ হরষিত মন।
হরিষ বিষাদ মনে ডাকে পাত্রগণ ॥
পঞ্চ পাত্র সঙ্গে রাজা বুঝায় সুন্দরে।[১]
সুন্দর একান্ত বলে যাব আমি ঘরে ॥
না রহে জামাতা রাজা নিশ্চয় জানিয়া।
যাইতে অনুমতি দিল হরষিত হৈয়া ॥
যুবক সহায় দিল পদাতিকগণ।
গজ বাজী ধ্বজ রথ দিব্য সিংহাসন ॥
শিশু দেখি দাস দাসী দিলেন বহুত।
গর্ভবতী দেখি গাভী দিলেন অযুত ॥
অনেক বাজনা দিল সুন্দরের সঙ্গে।
নৃপতির সুত সঙ্গে চলে নিজ রঙ্গে ॥

১। এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি।
যতন করি আনাইব জনকজননী ॥—(কৃষ্ণরাম, ৩০ক)

দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আনাই তোমার মাতাপিতা।—(রামপ্রসাদ, ১৮৫)।